দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

22

বিসিএস পরীক্ষার তারিখ

আসন্ন ১৫শ বিসিএস পরীক্ষার তারিখ, ১৩শ বিসিএস পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে চিঠি আছে বিভিন্ন দৈনিকে। চিঠিগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

চিঠিলেখকদের ১৫শ বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে—এ পরীক্ষা নাকি শুরু হচ্ছে আগামী মার্চ মাসে। একই সময় শুরু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষা। ফলে যেসব এমএ পরীক্ষার্থী বিসিএস পরীক্ষায় বসতে চাচ্ছে তাদের পক্ষে পরীক্ষায় বসার সুযোগ মিলবে না। একই সময়ে দু'টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে একটি পরীক্ষা বাদ দিতেই হবে। অপর দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে ২৫ মার্চের পূর্বেই বিসিএস পরীক্ষা শেষ করার আবেদন জানান হয়েছে। কারণ মার্চ মাসের শেষে তাদের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষা শুরু হবে।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত অপর এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে অতীত অভিজ্ঞতার কথা। সে অভিজ্ঞতাও পরীক্ষার সময়সূচী সম্পর্কিত। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৩শ বিসিএস পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়াবলীর পরের দিনই মৃত্তিকা বিজ্ঞান পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আবার ঐ দিন বিকালেও পরীক্ষা ছিল। ফলে অনেকেই মানসিক চাপে বাধ্য হয়ে পরীক্ষায় বিরতি দিয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষার পূর্বে বিরতি দিলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না।

বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত চিঠিগুলির বক্তব্য খুবই সহজ। অসুবিধাগুলিও সুনির্দিষ্ট। এবং এ অসুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহিত না হবারও কথা নয়। তবে মনে হচ্ছে কোথায় যেন সমন্বয়ের অভাব আছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ থেকে মনে হয় জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাটির ব্যাপারে তারাও খুব একটা গুরুত্ব দেননি। বা যারা বিসিএস পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করছেন তারাও যেন সব খবর নেবার চেষ্টা করেননি। নইলে একই বিষয়ে পত্রপত্রিকায় এ ধরনের চিঠি লেখালেখির কথা ছিল না। তাই নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে বিসিএস পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হবে— পরীক্ষার্থীদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার সূচী নির্ধারণ করা হবে। পরীক্ষার সূচীর জন্য পরীক্ষায় বসতে না পারার পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয়।

এ সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৩-এর এপ্রিল মাসে। তার পর দশ মাস কাটতে চলল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কোন খবর নেই। এ পরিস্থিতি কারো কাছে কাম্য হতে পারে না। নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠতে পারে— কি কারণে কোন্ পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন বিলম্বিত লয়ে দায়িত্ব পালন করছেন?